সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত	بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ **সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম’আ** **৪ ফেব্রুয়ারী ২০২২**	আ-হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলিফা রাশেদ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজকাল হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)’র বর্ণনা চলছে। কিছু যুদ্ধেরও বর্ণনা হয়েছে। আব্দুর রহমান বিন গানাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বনু কুরাইযা অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) তাঁর (সাঃ)এর সমীপে নিবেদন করেন, যদি সাধারণ লোকেরা আপনাকে জাগতিক চাকচিক্যময় বেশভূষায় দেখে তাহলে তাদের মনে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমার প্রভু আমার জন্য হযরত উমর (রাঃ) কে ফেরেস্তাদের মধ্য হতে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এর সহিত তুলনা করেছেন। আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক উম্মতকে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এর দ্বারাই ধ্বংস করেছেন, এবং নবীদের মধ্য থেকে হযরত নুহ্ (আঃ) হলেন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন তিনি (আঃ) বলেনঃ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا অর্থাৎ, **হে আমার প্রভু! তুমি পৃথিবীতে কোন কাফিরের অস্তিত্ব রেখ না**। এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)’র উদাহরণ হযরত মিকাইল (আঃ)এর ন্যায়। তিনি সেই সমস্ত লোকেদের জন্য ক্ষমা যাচঞা করেন, যারা এ পৃথিবীতেই বসবাস করে। এবং নবীদের মধ্য থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হলেন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন তিনি বলেন ঃ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ, **যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে নিশ্চয় আমার সহিত সম্পৃক্ত, এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, সেই ক্ষেত্রে তুমি নিশ্চয় অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়**। একথা বলে হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেন, এমতাবস্থায় পরামর্শের ব্যাপারে যদি তোমরা দুজনেই সহমত হয়ে থাক, তাহলে আমি তোমাদের পরামর্শের বিরুদ্ধে থাকব না। কিন্তু তোমাদের দুজনেরই পরামর্শ কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। যা হযরত জিব্রাঈল ও মিকাইল (আঃ) এবং হযরত নুহ্ ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর উদাহরণের ন্যায়।

একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, বনু কুরাইযার মধ্যে হযরত সাদ (রাঃ) ও হযরত কা’ব বিন উমর মাযানি (রাঃ) উভয়েই সেই সমস্ত তীরন্দাজদের মধ্যে ছিলেন, যাঁরা অত্যধিক তীর চালনা করতেন। যখন রাত্রির কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তাঁরা সকলেই নিজ নিজ ডেরায় ফিরে আসেন তথা হযরত সাদ বিন উবায়দা (রাঃ)’র পাঠানো খেজুর খেয়ে সময় পার করেন। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ)ও খেজুর খাচ্ছিলেন। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, খেজুর কতই না উত্তম আহার।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন হযরত সা’দ বিন মুয়ায (রাঃ)’র অন্তিম শয্যার সময় ঘনিয়ে আসে, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ) তথা হযরত উমর (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,

সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদ (সাঃ)এর প্রাণ, আমি হযরত উমর (রাঃ)'র কান্নার শব্দ যা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র কান্নার শব্দের থেকে ভিন্ন, স্পষ্টরূপে শুনতে পাচ্ছিলাম, যখন কিনা আমি আমার হুজরায় ছিলাম। অর্থাৎ তাঁরা দুজনেই সেসময়ে সেখানে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছিলেন। আর সেটি এরকমই ছিল, যেমনটি মহামহিম আল্লাহ্তাআলা বর্ণনা করেছেন ঃ رُحَمَاءُبَيْنَهُمْ অর্থাৎ ঃ **নিজেরা একে অপরের সহিত সুগভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপনকারী।**

সুলাহ হুদায়বিয়ার ব্যাপারে বিগত খুতবায় এরূপ বর্ণনা হয়েছে যে, এক স্বপ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আঁহযরত (সাঃ) চোদ্দশ' সাহাবীর জামাত নিয়ে ছয় হিজরীর জিলক্বদ মাসে উম্রা'র উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) জানতে পারেন যে, কাফের-রা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)কে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেওয়ার সবরকমের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। বুখারির সুত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, যেসময় আঁহযরত (সাঃ)এর সহিত কুরাইশদের শর্তাধীন চুক্তিপত্র তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তখনই সুহাইল বিন উমর এর পুত্র হযরত আবু জিন্দাল (রাঃ) শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং কষ্টকর ভাবে সেখানে মুসলমান দলে এসে পৌঁছান, তাঁর পিতা শুহাইল বিন উমর তখন সেখানে কুরাইশদের দূত হিসাবে মনোনিত ছিল, চুক্তির শর্তানুযায়ী সে হযরত জিন্দাল (রাঃ) কে তাদের নিকট হস্তান্তর করতে বলায় আঁহযরত (সাঃ) তাঁকে কুরাইশদের হস্তান্তর করেন। এমতাবস্থায় হযরত উমর (রাঃ) নিজেকে সংযত রাখতে পারেন নি। তিনি রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)কে প্রশ্ন করেন, আপনি কি খোদার সত্য নবী নন? তিনি (সাঃ) উত্তরে বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই! হযরত উমর (রাঃ) বলেন, আমরা কি সত্য পথে এবং আমাদের শত্রুরা কি ভূল পথে নয়? তিনি (সাঃ) বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই তাই। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) বলেন, তাহলে আমরা কেন অপমানজনক শর্তকে মেনে নেব? তিনি (সাঃ) বলেন, **আমি খোদার রসুল ও তাঁর অভিপ্রায় সম্পর্কে অবগত এবং আমি কখনই তাঁর বিপক্ষে যেতে পারি না, তিনিই আমার সাহায্যকারী।** হযরত উমর (রাঃ) বলেন, আপনি একথা বলেন-নি যে, আমরা সবাই বায়তউল্লাহ্র তওয়াফ করব? আঁহযরত (সাঃ) বলেন, আমি কি একথা বলেছিলাম যে, আমাদের বায়তউল্লাহ্র তওয়াফ এবছরেই হবে? হযরত উমর (রাঃ) বলেন, জি-না। মহানবী (সাঃ) বলেন, তাহলে! অপেক্ষা কর, তুমি ইনশাআল্লাহ্ মক্কায় প্রবেশ করে কাবার তওয়াফ করবে। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ)'র সন্তুষ্টি হয়নি। অতঃপর তিনি (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)'র নিকটে গিয়ে তাঁর (রাঃ)'র নিকটেও এরূপ কথাবার্তা বলেন। উত্তরে হযরত আবুবকর (রাঃ)ও আঁহযরত (সাঃ)এর অনুরূপ উত্তর দেন। এবং এও বলেন, দেখ উমর! রসুলে খুদার রেকাবের উপরে যে হাত তুমি দিয়েছ, তাকে হালকা হতে দিও না। কেননা খোদার কসম, এ ব্যক্তি সত্য। হযরত উমর (রাঃ) বলেন যে, পরবর্তীতে আমি এ বিষয়ে ভীষণভাবে অনুতপ্ত হয়েছিলাম, এবং আমি অনুশোচনার মাধ্যমে আমার সেই দূর্বলতাকে ধোওয়ার জন্য অনেক প্রকারের নফল আমলও করেছি, যাতে করে আমার সেই দূর্বলতার দাগ পরিস্কার হয়ে যায়।

সেই হুদায়বিয়ার বিস্তারিত বর্ণনায় হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন যে, উরওয়া নামের ব্যক্তি আঁহযরত (সাঃ)এর নিকটে আসে ও সে সন্ধিচুক্তির প্রেক্ষাপটে ধৃষ্টতাপূর্ণভাবে কোরাইশদের পক্ষে শর্ত প্রয়োগ করতে থাকে। সে বলে, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! যদি কোরাইশদের শক্তিবৃদ্ধি হয়ে যায়, তাহলে খোদার কসম-আপনার আশপাশে যেসব চেহারা আমার নজরে আসছে, সকলেই আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। হযরত আবুবকর (রাঃ) যিনি সেসময়ে আঁহযরত (সাঃ)এর পাশে বসেছিলেন, তিনি (রাঃ) উরওয়ার এরূপ ঔদ্ধত্তপূর্ণ কথাবার্তা শুনে প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে যান ও তিরস্কৃত স্বরে বলেন, যাও! যাও! গিয়ে তোমাদের লাত প্রতিমাদের চুম্বন করোগে। ভেবেছ কি? আমরা কি খোদার রসুলের সঙ্গ পরিত্যাগ করব? অর্থাৎ, তোমরা যেখানে সামান্য প্রতিমাদের জন্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখাও

সেখানে এমনটাও কি হতে পারে যে, আমরা খোদার ওপরে ঈমান আনার পরে সেই খোদার রসুল (সাঃ) কে পরিত্যাগ করে চলে যাব!!!

সিরাত খাতামান্নাবিঈন (সাঃ) পুস্তক থেকে পাওয়া যায় যে, হুদায়বিয়া সন্ধির সন্ধিপত্রটির দুটি প্রতিলিপি তৈরী করা হয়। যাতে সাক্ষীর পর্যায়ে মুসলমানদের পক্ষে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ)ও ছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) বলতেন, ইসলামের সবচেয়ে বড় বিজয় ছিল এই হুদাইবিয়ার সন্ধি।

হযরত আবুবকর (রাঃ)'র পক্ষ থেকে আর একটি বড় অভিযান, যা ছিল বনু ফজারা অভিমুখে ছয় হিজরীতে। রসুলে আকরাম (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) কে এই অভিযানে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে এই অভিযানে মুশরিকদের অনেকে মারা যায় তথা অনেকে বন্দীও হয়।

হযরত আবুবকর (রাঃ)'র আর এক অভিযান নজদ অভিমুখে। এ ব্যাপারে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, এ অভিযান সপ্তম হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত সলমা বিন অকুআ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সপ্তম হিজরীর মোহার্‌রম মাসে খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন। লাহোর থেকে প্রকাশিত 'সৈয়দনা সিদ্দিক-এ আকবর (রাঃ)' নামক পুস্তকের রচয়িতা লিখেছেন যে, খায়বার যুদ্ধযাত্রায় একটি দূর্গ হযরত আবুবকর (রাঃ)'র হাতে বিজিত হয়েছিল যেখানে দ্বিতীয় দূর্গটি হযরত উমর (রাঃ)'র হাতে ও তৃতীয় দূর্গটি কমৌস নামক স্থানে হযরত আলী (রাঃ)'র হাতে বিজিত হয়। খায়বারের যুদ্ধান্তে আঁহযরত (সাঃ) অন্যান্য আত্মীয়দের সহিত হযরত আবুবকর (রাঃ)কেও এক শত ওসাক্ শস্য তথা খেজুর দিয়েছিলেন।

কুরাইশ-মিত্র বনু বকর গোত্র হুদায়বিয়া সন্ধি চুক্তির অবহেলা করে মুসলিম-মিত্র গোত্র বনু খাযাআ-র ওপর আক্রমণ চালায়। এক্ষেত্রে কুরাইশরা হোদায়বিয়া চুক্তির সরাসরি উলঙ্ঘন করে এবং বনু বকর কে অস্ত্রসস্ত্র তথা যুদ্ধ বাহনাদি দিয়ে সহযোগিতাও করে। এমতাবস্থায় আবু সুফিয়ান আগাম পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে হুদায়বিয়া চুক্তি নবায়নের উদ্দেশ্যে মদীনায় রসুলে আকরাম (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হয়। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তার প্রস্তাবের কোন উত্তর দেননি। অতঃপর সে হযরত আবুবকর (রাঃ) তথা পরে হযরত উমর (রাঃ) উভয়ের নিকটে গিয়ে তাঁদের সহিত একথা বলে যে তাঁরা যেন রসুলে করীম (সাঃ)এর নিকটে গিয়ে এব্যাপারে আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই অস্বীকার করেন। ফলতঃ আবু সুফিয়ান অসফল হয়ে ফিরে যায়।

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মক্কার ওপর বিজয়প্রাপ্তকারী যুদ্ধাভিযান হয়, যাকে **গযবুল ফাতহুল আযীম** নামে অবিহিত করা হয়। তাবারীর ইতিহাসে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) লোকেদের যাত্রার প্রস্তুতির নির্দেশ দান করেন। তিনি (সাঃ) নিজ পরিবারের সকলকে নিজ সামগ্রী-সহ যাত্রার প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দান করেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) নিজ তনয়া হযরত আয়েশা (রাঃ)'র ঘরে গিয়ে দেখলেন যে তিনি নিজ গৃহ-সামগ্রী প্রস্তুত করছেন। সীরাত হালবিয়া নামক পুস্তকে লিখিত রয়েছে যে যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) এ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)'র সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, ঠিক সেসময় সেখানে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এসে পৌঁছালেন। হযরত আবুবকর (রাঃ)'র জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি (সাঃ) বললেন, কুরাইশদের সহিত মোকাবেলার পরিকল্পনা রয়েছে। হযরত আবুবকর (রাঃ) নিবেদন-পূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন কুরাইশ ও আমাদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছে তার মেয়াদ কি এখনও অবশিষ্ট নেই? রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ! অথচ তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং চুক্তি লঙ্ঘন করেছে; তবে এখন একথা প্রকাশ করবে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁহযরত (সাঃ)এর নির্দেশ অনুযায়ী কয়েক হাজার লোকেদের সৈন্যবাহিনী তৈরী হয়ে গেল এবং যখন আঁহযরত

(সাঃ) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন তিনি বলেন, হে আমার খোদা! আমি তোমার নিকট হতে দোয়া করি যে, তুমি মক্কাবাসীদের কর্ণকে বধির করে দাও এবং তাদের গুপ্তচরীয় চক্ষু অন্ধ করে দাও। তারা না আমাদেরকে দেখুক আর না তাদের কর্ণ আমাদের কোন কথা শুনুক। মদীনায় অনেক মুনাফিক উপস্থিত ছিল অথচ তাদের সামনে দশ হাজার সৈন্যবাহিনীর দল মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে কিন্তু মক্কাবাসীরা এর টের পর্যন্ত পায় নি। এ ছিল আল্লাহ্‌তাআলার অভিপ্রায়।

তবকাত ইবনে সা'আদ এ লিখিত রয়েছে, মুসলমান বাহিনী যখন মক্কা হতে মদীনার অভিমুখে ২৫ কিলোমিটার দূরত্বে মর্আতুজ্জাহরান নামক স্থানে এশা'র সময়ে উপস্থিত হয়। তখন সাহাবীগণ আঁহযরত (সাঃ)এর নির্দেশে দশ হাজার স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। কুরাইশরা সংবাদ পেয়ে যায়, ও আবু সুফিয়ান বিন হার্‌ব, হাকীম বিন হিজাম তথা বদীল বিন বর্কা কে প্রতিনিধি করে মুসলিম বাহিনীর নিকট পাঠানো হয়, যাতে করে তারা মুহাম্মদ (সাঃ)এর নিকটে কুরাইশদের জন্য নিরাপদ প্রার্থনা করে। কোরাইশ প্রতিনিধি দল, মুসলিম সৈন্যবাহিনী দেখে ভয়ার্ত হয়ে পড়ে। হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ান কে দেখে, ডাক দিয়ে বলেন, হে আবু হাঞ্জালা (এটা আবুসুফিয়ানের উপনাম)! আবু সুফিয়ান উত্তরে বলে, লাব্বাইক! হযরত আব্বাস (রাঃ) তাকে শরণ দেন এবং তার অপর দুই সাথীদের সহিত, তিনজনকেই আঁহযরত (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত করেন। তিনজনেই ইসলাম কবুল করেছিল।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এ বর্ণনা এখনো বাকী রয়েছে-যা আগামীতে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ্‌॥

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

4 FEBRUARY 2022

Prepared by

MANSURAL HAQUE

NAZIM ANSARULLAH
DISTRICT BIRBHUM, WEST BENGAL

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

DISTRIBUTED BY

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in